ফ্রেন্ডলি ফায়ার

বালক ঘুমিয়ে গেছে, তাকে কেউ ডাকেনি সন্ধ্যায়
মা বলে, ডেকো না কেউ রাত্রিবেলা উঠে
যদি খেতে চায়,
তার চে' ঘুমিয়ে থাক, রাত্রির মতো চিন্তা নেই;

ক'মাস মাইনে নেই অবশেষে বন্ধ কারখানা
চালিয়েছে মা তার টুকিটাকি সোনাদানা বেচে
বাজারে বেড়েছে ধার, বাবা যায় চোলাইয়ের ঠেকে
বালক বোঝে না ঠিক, দীর্ঘদিন বাবা কেন কাজেই যায় না!

স্কুলে যাওয়া বন্ধ তার আজ বেশ কিছুদিন হয়ে গেছে
বন্ধুরা স্কুলে যায় বালক তাকিয়ে থাকে, মা বুঝি বলেছে তাকে আজ
ও খোকা দেখিস যদি মাঠে কিছু শাক-পাতা পাস,
'ঠিকে ঝি' মা হবে শুনে তার মদ্যপ বাবা গালাগালি করে কিছুক্ষণ
পাশের বাড়িতে ফোটা ভাতের গন্ধে তার খিদে বাড়ে আর বাড়ে ক্রোধ
ঘুমিয়ে পড়ার আগে হুমকি দিয়েছে মাকে, রাত্তিরে ভাত না পেলে
আজ লঙ্কাকাণ্ড হবে মনে রেখো

চাঁদ ওঠে, রাত্রিবেলা ধীরে ধীরে বস্তির মাথায়
গলায় গামছার ফাঁস, সামনের বটগাছে বাবা তার ঝুলেছে লজ্জায়
যন্ত্রের বিষাক্ত তেল খেয়ে ঘরে ঘুমিয়ে পড়েছে মা,
তবে কিনা নতুন আর্থিক নীতি, ভর্তুকি দিয়ে আর চালানো যায় না কারখানা
কাজতো তৈরি হচ্ছে তবে কিনা যন্ত্রের মতো দক্ষ, মানুষ যে হতে পারে না...

অনির্বাণ চট্টোপাধ্যায়

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com